সংবাদ

তারিখ 07 APR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাবি সমাবর্তন আজ

রাষ্ট্রপতিকে প্রতিহতের ঘোষণা ছাত্রলীগের ● বর্জন করবে ছাত্রদল

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪তম সমাবর্তন আজ। সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের উপস্থিতির বিরোধিতা করে অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রদল। আর ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে রাষ্ট্রপতির আগমন প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমাবর্তনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। জোরদার করা হয়েছে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিতব্য এ সমাবর্তনে ইতিহাসে এই প্রথম দু'জন ভাষসৈনিককে সম্মানজনক ডিগ্রি ডক্টর অফ ল প্রদান করা হবে। তারা হলেন, ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন ও ভাষাসৈনিক গাজীউল হক। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখবেন আবদুল মতিন। সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সভাপতিত্ব করবেন।

সমাবর্তন উপলক্ষে নতুন সাজে সেজেছে ক্যাম্পাস। গতকাল সমাবর্তন মহড়াও অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ উপস্থিত থেকে মহড়া পরিচালনা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় রীতি অনুযায়ী সকাল ৯টায় কার্জন হল প্রাঙ্গণ থেকে যাত্রার মাধ্যমে সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হবে। পরে রাষ্ট্রপতি, উপাচার্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিনরা স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইচডি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদ প্রদান করবেন। এ বছর ৩ হাজার ৮৮৫ শিক্ষার্থীকে সম্মান-সূচক ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ২৯ জনকে আজ : পৃষ্ঠা : ১১ ক :

আজ : সমাবর্তন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পিএইচডি ও ২৪ জনকে এমফিল ডিগ্রি দেয়া হবে। এবার ৫২ শিক্ষার্থীকে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ৬৭টি পদক প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে সমাবর্তনের সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনকৃত ছাত্রছাত্রীদের গাউন টুপিসহ আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র পৌঁছে দেয়া হয়েছে। বিকেলে জিমনেসিয়াম মাঠে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহড়ায় অংশ নেয়।

এদিকে সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের যোগদানকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্ক শেষ মুহূর্তেও থেকে যাচ্ছে। গতকাল রোববার ছাত্রদল সমাবর্তন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে। একই ইস্যুতে ছাত্রলীগ নিন্দা জানিয়ে গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করেছে। তারা রাষ্ট্রপতিকে প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়।

গতকাল দুপুর ১২টার দিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তি, সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতির যোগদানের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে ছাত্রলীগ। মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিল বের করে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে আমতলায় গিয়ে শেষ হয়। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের বিতর্কিত ভূমিকার কারণে দেশ আজ বিপর্যয়ে পর্যবসিত হয়েছে। তারা বলেন, গত আগস্টের ঘটনায় কারাবন্দি ছাত্র শিক্ষকদের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। তারা সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতির আগমনের তীব্র নিন্দা জানান।

একই সময়ে ক্যাম্পাসে ছাত্রদল মিছিল বের করে মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে বটতলায় সমাবেশ করে। সমাবেশে ছাত্রদল নেতারা আজকের সমাবর্তন বর্জনের ঘোষণা দেয়।